

প্রজন্ম

কথা

Voice of the generation

PROJANMO

Kotha

১৯০২ বঙ্গবন্ধু

লিঙ্গভিত্তিক অস্বাভাবিকতা: বাস্তবতা ও কল্পনায়

সমষ্টিগত
বোধের উচ্চারণ



পিএসটিসি কমিউনিটি প্যারামেডিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে



পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) পরিচালিত

কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক
অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অধিভুক্ত ও নিবন্ধিত কোর্স

কোর্স সংক্রান্ত তথ্যাবলী

২ বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স
৬ মাসে ১টি সেমিস্টার হিসেবে মোট ৪টি সেমিস্টার

ভর্তির সময় সূচি:

- আগে আসলে আগে ভর্তি হবেন, ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়
- প্রতিদিন (রবিবার – বৃহস্পতিবার) সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ক্লাস কার্যক্রম চলে
- কোর্স শেষে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়

ভর্তির যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা পাশের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- জন্মানিবন্ধন সনদ অথবা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- চার (৪) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি

কোর্স-কালীন সুবিধাসমূহ

- ভাল রেজাল্ট এর জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা
- প্রয়োজনে নির্ধারিত ফি তে থাকার ব্যবস্থা
- উপযুক্ত উপকরণসহ শ্রেণিকক্ষ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত নিজস্ব ক্লিনিকসমূহে ইন্টার্নশিপের সুব্যবস্থা

কোর্স সম্পন্ন করার পর চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগসমূহ

- স্বাস্থ্য সেবা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর মাধ্যমে সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্লিনিকে ভাল বেতনে চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগ
- সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- সূর্যের হাসি, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এবং অন্যান্য এনজিও ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার হিসাবে কাজ করতে পারবেন
- বিদেশে প্যারামেডিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন

আর্থিক তথ্য (সেমিস্টার অনুযায়ী)

১ম সেমিস্টার	২য় সেমিস্টার	৩য় সেমিস্টার	৪র্থ সেমিস্টার
ভর্তি ফি: ১০,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬x২০০০) ১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬x২০০০) ১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬x২০০০) ১২,০০০/-
মাসিক বেতন: (৬x২০০০) ১২,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১x৪০০০) ৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১x৪০০০) ৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১x৪০০০) ৪,০০০/-
সেমিস্টার ফি: (১x৪০০০) ৪,০০০/-	সর্বমোট ১৬,০০০/-	সর্বমোট ১৬,০০০/-	প্র্যাকটিক্যাল ফি: ১০,০০০/-
সর্বমোট ২৬,০০০/-			সর্বমোট ২৬,০০০/-

(ফাইনাল পরীক্ষার ফি বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর নিয়ম অনুযায়ী হবে যা ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে জানানো হয়)



পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)

পিএসটিসি ভবন, প্লট # ০৫, মেইন রোড, ব্লক- বি, আফতাব নগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

ফোন: ৯৮৫৩২৮৪, ৯৮৮৪৪০২, ৯৮৫৭২৮৯, E-mail: pstc.cpti@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

সম্পাদক

ড. নূর মোহাম্মদ

প্রকাশনা সহযোগী

সাবা তিনি

আলোক চিত্রী

হোসেন আনোয়ার

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা ২

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা: বাস্তবতা ও করণীয়

পৃষ্ঠা ৬

সমষ্টিগত বোধের উচ্চারণ

পৃষ্ঠা ১০

হিয়ার 'শ্রেষ্ঠ বাবা প্রচার অভিযান'

পৃষ্ঠা ১২

ডাচ রাষ্ট্রদূতের

পিএসটিসি স্বাস্থ্য শিবির পরিদর্শন

পৃষ্ঠা ১৩

তথ্য অধিকারে টিওটি

পৃষ্ঠা ১৪

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সঙ্গে পিএসটিসির
সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

পৃষ্ঠা ১৫

বাল্য বিয়ের উপর শিক্ষা অধিবেশন অনুষ্ঠিত

পৃষ্ঠা ১৬

ইয়ুথ কর্ণার

* এ সংখ্যার প্রচ্ছদ ও ফিচার সমূহে প্রতীকি ছবি
ব্যবহৃত হয়েছে

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর সর্বত্রই যে নির্যাতনের সকল ঘটনা যথাসময়ে প্রকাশিত হয়না সেটা সর্বজন বিদিত। সম্প্রতি ফ্রি অনলাইন মিডিয়ার সহজলভ্যতায় সে সত্যটি সামনে উঠে এসেছে বিশেষ করে ২০১৭ সালের অক্টোবরে বিশ্বব্যাপী শুরু হওয়া হ্যাশট্যাগ মি টু (#MeToo) আন্দোলনের মাধ্যমে। ২০১৭-র এটি আমেরিকাসহ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ আন্দোলন কাঁপন ধরিয়েছিল। এ বছর ভারতের বলিউডসহ মিডিয়া পাড়ায় হ্যাশট্যাগ মি টু আন্দোলন বাড় বইয়ে দিয়েছে, যা এখনো থামে নি। এর মাধ্যমে অনেক রাঘববোয়াল নির্যাতকের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে ও হচ্ছে। একজন মন্ত্রীকে পর্যন্ত এ কারণে বিদায় নিতে হয়েছে। বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন অনেক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশে হ্যাশট্যাগ মি টু আন্দোলনের বারংদে কেউ একজন একবার আঙুন ধরিয়ে দিলে এখানেও কথিত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অনেকেরই মুখোশ খসে কালো মুখ দেখা যাবে। সেটা যে কখনো হবে তা দিব্যি দিয়ে বলা যায় না।

কমবেশী সবাই আজকাল বিদ্যালয়ে যায়। অশিক্ষিত দরিদ্র বাবা-মা'ও চায় তার কন্যা অন্তঃত হিসাব করতে শিখুক এবং পড়ুক অন্ততঃপক্ষে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। ২০০৫ সালের ইউনিসেফ এর হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে কন্যাশিশুর অংশগ্রহণ বেড়েছে শতকরা ৮৪ ভাগ। অংশগ্রহণের তুলনায় বাড়েনি ধারাবাহিকতা রক্ষার হার। শুরু হলেও শেষ আর করা হয় না। তার আগেই বন্ধ হয়ে যায় পড়াশোনা। কিংবা পদে পদে বাঁধা। কেউ তারপরও এগিয়ে যায়, কেউ যায় না, যেতে পারে না। বয়স বাড়লে বিয়ে হবে না, যৌতুক বেশী লাগবে, মানুষ মন্দ বলবে এইসব ভ্রান্ত ধারণা আজও নিম্ববিত্ত এমনকি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণিকেও আবদ্ধ রেখেছে একই বৃত্তে। এতকিছুর পর বাড়তি যোগ হয়েছে নিরাপত্তাহীনতা। ইভটিজিং বা যৌন নিপীড়ন আর বখাটেদের উৎপাত তো আছেই। সেই সাথে যোগ হয়েছে এসিড সন্ত্রাস।

এশিয়ান লিগ্যাল রিসার্চ সেন্টারের ২০০৫ এর তথ্য অনুযায়ী সারা বাংলাদেশে এক বছরে ১৬৫ জন নারীর মৃত্যুর ঘটনায় ৭৭ জন এসিড সন্ত্রাসে এবং ১১ জন আত্মহত্যা বিদায় নিয়েছে। বাংলাদেশ হেলথ এন্ড ইনজুরি সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী বছরে প্রতিদিন প্রায় ৬ জন আত্মহত্যা করে যাদের বয়স ১৬-১৭। হিসেব অনুযায়ী এই ৬ জনের মাঝে ৪ জন নারী।

তবে আশার কথা, শত ঝুঁকি সত্ত্বেও অগণিত দৃশ্য-অদৃশ্য বাধাকে ভেঙেচুরে নারীরা আজ সামনে এগিয়ে চলছে। সব ধরনের পেশায় আজ পুরুষের পাশাপাশি আমাদের নারীরা হাত লাগিয়েছে। সফলও হচ্ছে। এতে পুরুষতান্ত্রিকতার সাজানো প্রাসাদে যে ঝাঁকিটা লাগছে, তার প্রতিক্রিয়া হিসেবেও পুরুষতন্ত্রের প্রতিভুরা নারীর বিরুদ্ধে আরো সহিংস হয়ে উঠছে। তাদের বিকাশ রুখে দিতে সামনে এগিয়ে যাবার পথে নতুন নতুন উপায়ে কাঁটা বিছিয়ে রাখছে, নির্যাতন ও সহিংসতায় সৃজনশীল হয়ে উঠছে।

কিন্তু এত কিছুর পরেও জীবন যুদ্ধে শত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে আমাদের সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে হবে। সকলের সুন্দর জীবন কামনা করছি।

সম্পাদক

প্রজন্ম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: আবদুর রউফ

প্রকাশক ও সম্পাদক: ড. নূর মোহাম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি), বাড়ী # ৯৩/৩, লেভেল ৪-৬, রোড # ৮, ব্লক-সি নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২

টেলিফোন: ০২-৯৮৫৩৩৬৬, ০২-৯৮৫৩২৮৪, ০২-৯৮৮৪৪০২। ই-মেইল: projanmo@pstc-bgd.org

এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজকীয় নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাসের সহায়তায়

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা: বাস্তবতা ও করণীয়

রোকেয়া কবীর

স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাকে দেশের একটা বড় সমস্যা হিসেবে গণ্য করতে হয়, এটা সকল সচেতন নাগরিকের জন্যই বিশেষভাবে হতাশাব্যঞ্জক। এই হতাশা আরো বেড়ে যায়, যখন দেখা যায় যে প্রতিবিধানের প্রয়োজনে এটিকে গুরুতর সমস্যা হিসেবে গণ্যই করা হয় না। এর ফলে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার সমস্যাটি যেমন অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে, তেমনি ব্যাপারটি আমাদের সবার কমবেশি গা-সহাও হয়ে যাচ্ছে, যা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাকে গুরুতর সমস্যা হিসেবে না দেখার প্রবণতা নীতি-নির্ধারক থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের মানুষের মধ্যেই আছে। তৃণমূল থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। তৃণমূলে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, আমাদের সমাজের নেতৃবর্গের মধ্যে মূল সমস্যা চিহ্নিত করতে পারার যোগ্যতায় ভীষণ ঘাটতি আছে। আমাদের সিংহভাগ সমাজনেতার কাছে সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তরুণ ছেলেমেয়েরা দিন দিন বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে। তারা প্রবীণদের সম্মান করে না। যখন তখন সালাম দেয় না ও

উঠে দাঁড়ায় না। একই কমিউনিটির তরুণ সমাজের কাছে প্রধান সমস্যা হলো তাদের গঠনমূলকভাবে বেড়ে ওঠবার জন্য এলাকায় প্রয়োজনীয় খেলার মাঠ, ক্লাব, পাঠাগার ইত্যাদি নেই। অন্যদিকে কমিউনিটির বিভিন্ন বয়সী নারীরা জানান, তাদের মেয়েরা নির্বিঘ্নে স্কুল-কলেজে যেতে পারে না। এলাকায়ই তারা নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়।

এটা জানা কথা যে, তরুণরা যখন খেলাধুলা, পড়াশোনা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মতো গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত হবার সুযোগ পায় না, তখনই তারা মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকানে বসে সময় নষ্ট করে। এদেরই একাংশ মেয়েদের নানাভাবে হয়রানি করে। কিন্তু সমাজনেতারা মেয়েদের প্রতি হয়রানি-নির্যাতন ঠেকাতে বা তরুণসমাজের বিকাশের অনুকূলে উদ্যোগ গ্রহণে খুব কমই আগ্রহী হন। আবার যখন কোনো হয়রানি-নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, তখনও তারা 'উঠতি ছেলেরা এরকম একটু-আধটু করতেই পারে' ধরে নিয়ে তাদের অপরাধকে ছোট করে দেখে এবং হয়রানিকারীর বিরুদ্ধে ন্যায্য প্রতিবিধানে যত্নবান হন না। অথচ সমাজের সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করলে সম্মান চেয়ে নেবার দরকার হয় না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৪ সালে তাদের এক জরিপতথ্যে জানিয়েছিল, বিবাহিত নারীদের ৮৭ শতাংশই স্বামীর মাধ্যমে কোনো-না-কোনো সময়ে, কোনো-না-কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। ২০১৬ সালে ব্র্যাকের ৫৫ জেলার ৩৭৯ উপজেলায় পরিচালিত একটি জরিপে জরিপদল গড়ে প্রতি মাসে ৬২৪টি নারী নির্যাতনের ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। এদিকে বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার ২০১৭ সালে পরিচালিত এক জরিপে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দেশের ৫.১৭ শতাংশ শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

উল্লিখিত তিনটি গবেষণাতথ্য তিনটি ভিন্ন ক্ষেত্রে ফোকাস করলেও তিনটিই লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন। প্রথমটি ইঙ্গিত করছে বিবাহিত নারীর সবচেয়ে আপনজন স্বামী কর্তৃক নির্যাতন তথা পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে, দ্বিতীয়টি ইঙ্গিত করছে গ্রামাঞ্চলে নির্যাতনের ঘনত্ব বিষয়ে আর সর্বশেষটি শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন বিষয়ে। লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের উল্লিখিত তিনটি ধরনই ভয়াবহ ও অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু আমাদের সমাজনেতারা এসব ব্যাপারে প্রায় পুরোপুরিই নীরব।

এমন কোনো দিন নেই পত্রপত্রিকায় নারী নির্যাতনের ঘটনা সংবাদ হিসেবে স্থান পায় না, যদিও নির্যাতনের সংখ্যাগত পরিমাণ আরো বেশি। অর্থাৎ, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার প্রকৃত চিত্রটা যা প্রকাশিত হয়, তার চাইতে বেশি ভয়াবহ। নানা বোধগম্য কারণেই নির্যাতনের সকল ঘটনার বিপরীতে মামলা হয় না। আর মামলা না হলে সাধারণত পত্রপত্রিকায় সেসবের সংবাদও স্থান পায় না। আবার যেগুলোতে মামলা হয়, সেগুলোর বেলায়ও ভুক্তভোগীরা প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা পান না। বিচারপ্রার্থী অনেকেই ওপরেই নেমে আসে পারিবারিক-সামাজিক নির্যাতনের খড়গ। তদুপরি আছে বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা। অপরাধীদের কারো কারো জন্য রয়েছে ইনডেমনিটি বা দায়মুক্তির সুবিধাও। ফলে বিচার তো দূর অস্ত, ঘটনাটাই ধামাচাপা পড়ে যায়। ঘটতে থাকে নতুন নতুন নির্যাতনের ঘটনা।

পৃথিবীর সর্বত্রই যে নির্যাতনের সকল ঘটনা যথাসময়ে প্রকাশিত হয় না তা অপ্রিয় সত্য। ফ্রি অনলাইন মিডিয়ার সহজলভ্যতায় সে অপ্রিয় সত্যটি সামনে উঠে এসেছে ২০১৭ সালের অক্টোবরে বিশ্বব্যাপী শুরু হওয়া হ্যাশট্যাগ মি টু (#MeToo) আন্দোলনের মাধ্যমে। ২০১৭-য় এটি আমেরিকাসহ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কাঁপন ধরিয়েছিল। এ বছর ভারতের বলিউডসহ মিডিয়াপাড়ায় হ্যাশট্যাগ মি টু আন্দোলন বাড় বইয়ে দিয়েছে, যা এখনো থামে নি।



প্রচ্ছদ

এর মাধ্যমে অনেক রাঘববোয়াল নির্যাতকের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে ও হচ্ছে। একজন মন্ত্রীকে পর্যন্ত এর কারণে বিতাড়িত হতে হয়েছে। বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন অনেক মিডিয়াব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশে হ্যাশট্যাগ মি টু (#MeToo) আন্দোলনের বারুদে কেউ একজন একবার আগুন ধরিয়ে দিলে এখানেও কথিত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অনেকেরই মুখোশ খসে কালো মুখ দেখা যাবে। সেটা যে কখনো হবে না তা দিব্যি দিয়ে বলা যায় না।

বাংলাদেশের সর্বত্র পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির শাসন ক্রিয়াশীল। যে কারণে নারী এখানে অনেক ক্ষেত্রেই বস্তুবিশেষ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর একটি ভয়ঙ্কর নমুনা আমরা দেখি জাতীয় নির্বাচনের আগে-পরে নারীর প্রতি সংঘটিত নির্যাতন-উৎসবের মধ্যেও। আক্রমণটা মূলত করা হয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কিন্তু বেদনাকরভাবে এই অন্যায় আক্রমণে আক্রোশের প্রধান শিকার হন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নারীরা।

নারীর প্রতি সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণকে ভিত্তি দেয় সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধস্তনতা। এই অধস্তনতাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য ধর্ম, প্রথা, সংস্কার, রীতি, বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের নামে সমাজে নানা অনুশাসন কাজ করে। নারীর মুক্তি নিহিত আছে এসব অনুশাসনের বাইরে বের হতে পারায়। বাইরে না বেরোতে পারলে কমবেশি পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতিরই দাস হতে হয় তাদের। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, যখনই কোনো নারী এই অনুশাসনের বাইরে পা রাখেন, তখনই চারপাশে গেল গেল রব ওঠে যায়। আর তার প্রতি নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। নিদেনপক্ষে সক্রিয় হয়ে ওঠে দৃশ্য-অদৃশ্য নানা বাধার প্রাচীর।

এই বাধা সমাজের সর্বত্রই রয়েছে। এমনকি রয়েছে সাংবিধানিকভাবে যাদের দায়িত্ব এই বাধা অপসারণ করা, তাদের মধ্যেও। সরকারের দায়িত্ব নারী-পুরুষ সমঅধিকারের সাংবিধানিক শর্ত বাস্তবায়নে কাজ করা, সকল নাগরিকদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করা ও নিরাপত্তা দেওয়া। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন এজেন্সিই কখনো কখনো নারীসহ দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতি নির্যাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা নাগরিকদের, বিশেষ করে নারীদের চলাফেরা ও অংশগ্রহণে বাধা দেয়, হেনস্তা করে।

তবে আশার কথা, শত ঝুঁকি সত্ত্বেও অগণিত দৃশ্য-অদৃশ্য বাধাকে ভেঙেচুরে নারীরা আজ সামনে এগিয়ে চলেছে। সব ধরনের পেশায় আজ



পুরুষের
পাশাপাশি

আমাদের

নারীরা হাত লাগিয়েছে। সফলও হচ্ছে। এতে পুরুষতান্ত্রিকতার সাজানো প্রাসাদে যে ঝাকিটা লাগছে, তার প্রতিক্রিয়া হিসেবেও পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূরা নারীর বিরুদ্ধে আরো সহিংস হয়ে উঠছে। তাদের বিকাশ রুখে দিতে সামনে এগিয়ে যাবার পথে নতুন নতুন উপায়ে কাঁটা বিছিয়ে রাখছে, নির্যাতন ও সহিংসতায় সৃজনশীল হয়ে উঠছে।

কিন্তু তবু নির্যাতিত হবার জন্য পিঠ পেতে রাখা কোনো কাজের কথা হতে পারে না। বরং দ্বিগুণ শক্তিতে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়া পুরুষতান্ত্রিক দর্পকে ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে। এজন্য নিজের ব্রতে অটল থেকে প্রত্যক্ষভাবে বাধা

মোকাবেলা করে যাওয়া ছাড়াও পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য নির্মূলে নারী-পুরুষ একযোগে কাজ করে যেতে হবে। কারণ যতদিন লিঙ্গ বৈষম্য টিকে থাকবে ততদিন লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনও টিকে থাকবে।

আমরা যখন তখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি। কিন্তু যারা এটা বলি তারাসহ দেশের সিংহভাগ মানুষ এখনো জানি না মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা হলো বৈষম্যহীনতা। জানলে ও সে অনুযায়ী বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে কাজ করলে দেশে এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রহণযোগ্য মাত্রায় বৈষম্য টিকে থাকতে পারত না। মনে রাখা দরকার যে, ধনী-দরিদ্র, গ্রাম-শহর, বাঙালি-আদিবাসী, নারী-পুরুষ, ইত্যাদি বৈষম্যের মধ্যে আমাদের দেশে নারী-পুরুষ বৈষম্যই সবচাইতে প্রকট। কারণ নারী সকল স্তরেই বৈষম্যের শিকার। অর্থনৈতিক, বসবাসস্থানগত ও জাতিগতভাবে যারা সুবিধাপ্রাপ্ত অংশ, সেই ধনী শহুরে বাঙালিদের মধ্যেও নারীরা অসুবিধাপ্রাপ্ত, মানে বৈষম্যের শিকার, যে কারণে সকল পর্যায়েই নারী লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়।

কাজেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলা ও সেজন্য কাজ করা মানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষেই লড়াই করা, বাংলাদেশের সমৃদ্ধির জন্যই কাজ করা। এটা শুরু করতে হবে পরিবার থেকেই। পরিবার থেকে শৈশবেই যদি ছেলেমেয়েরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের শিক্ষা ও লিঙ্গসমতার ধারণা পায় এবং এই শিক্ষাকে যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও বিস্তৃত করা যায়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে নির্যাতক তৈরি হবার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যাবে। এই ছেলেমেয়েরাই যখন একসময় অফিস-আদালত, কলকারখানায় প্রতিষ্ঠিত হবে, রাস্তাঘাটে চলাচল করবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পাবে, পরিবারের কর্তা হবে তখন আশা করা যায় তারা নারী-পুরুষকে সমতার দৃষ্টিতে দেখবে

ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন বাস্তবায়ন তখন আর অধরা থাকবে না।

এজন্য আমাদের উন্নয়নের ধারণাও বদলাতে হবে। আমরা বস্তুগত উন্নয়ন, তথা আলিশান রাস্তাঘাট, সেতু, ভবন নির্মাণ, হাতে হাতে মোবাইল ফোন পৌঁছে দেওয়ায় যতটা জোর দিই; মনোগত উন্নয়ন, তথা মানসিক বদ্ধতা মোচন, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দূরীকরণ, কুসংস্কার মোচনকে ততটা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করি না। যে কারণে চাকচিক্যময় ভবনের আধুনিক পোশাকআশাকে সজ্জিত বাসিন্দাও যখন তখন নারী ও মেয়েশিশুকে নির্যাতন করে; নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আধুনিক মোবাইল ডিভাইস ব্যবহারকারী ব্যক্তিও রাতে বা দিনে রাস্তায় একা মেয়ে দেখলে তাকে যৌনহেনস্তা করে; আধুনিক গাড়িতে চড়ে পিচঢালা আলিশান রাস্তা পেরিয়ে এসে রোগমুক্তির জন্য বিলের কুদরতি কাদাপানি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

বস্তুগত উন্নয়নেরও দরকার আছে। তবে পাশাপাশি মানুষের মস্তিষ্কে লক্ষ্য করেও পর্যাপ্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের মনোগত উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে সে উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হবে না। কারণ মানসিক অন্ধতা ও বদ্ধতা জাতিগত সমৃদ্ধির বড় অন্তরায়। এই প্রতিবন্ধকতা দূর না হলে নারী-পুরুষ সমনাগরিকত্ব যেমন প্রতিষ্ঠিত হবে না, তেমনি ভিশন ২০৩০ অর্জনও আমাদের জন্য কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে।

লেখক:

মুক্তিযোদ্ধা ও নারীনেত্রী নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ নারী প্রগতিসংঘ
তাকে bnpsed@gmail.com - এ যোগাযোগ করা যেতে পারে





স্বাস্থ্যগত বোধের উদ্ভাবন

সাকিলা মতিন মৃদুলা

কি বিশাল ঢেউ! শ্রোত কখনো অনুকূলে আবার কখনো প্রবল বেগে প্রতিকূলতা! এই জোয়ার, আবার এই ভাটা! মাঝি তবু বৈঠা হাতে! নির্ভিক, প্রত্যয়ী, দৃঢ়চিত্ত। যেভাবেই হোক পৌছাতে হবে তীরে!

দক্ষ মাঝি! এই মাঝি কখনও মা, কখনও বাবা। কখনও স্বামী আবার কখনও স্ত্রী।

ছেলে, মেয়ে কিংবা ভাই বোনও সময়ের দাবীতে বৈঠা হাতে হাল ধরে জীবন নৌকার। সোজা কথায় কারও অবদানই এখানে একটুও কম কিংবা বেশী নয়। এইতো ‘পরিবার’, মায়া আর ভালোবাসায় মাখামাখি জীবন।

শান্তিকামী পরিবারের মানুষগুলোই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমাজে এবং

অতঃপর দেশ ছাড়িয়ে পুরো বিশ্বে। কারও একার জন্য তো এই চাওয়া নয়। তবে কেন একা চাইতে হবে? একা একা শান্তির কথা বলতে হবে? ‘আমি’ বলে তো এখানে কিছু নেই। পুরোটাই আমাদের। আর সে কারণেই অসংখ্য আমি এক হয়ে, হয়েছে ‘আমরা’। আর তাইতো আমরা সবাই মিলে সেই আমার কথা শুনবো। যেই “আমি”

নারীবে কাঁদে, নিঃশব্দে বলে যায় অনেক না বলা কথা। আর্তচিত্কার করে, ‘কোথাও কেও কি আছে আমার কথা শোনবার? আমার কথাও একটু শোনো!’ ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর, “আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ।” নারীর অধিকার মানুষের অধিকার। আর তাই নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ মিলিত হয়েছে ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে। এবারের মূল প্রতিপাদ্য Orange the World: #HearMeToo! দেশে দেশে সীমানা, অঞ্চল, প্রয়োজন এবং প্রাসঙ্গিকতা ভেদে মূল প্রতিপাদ্যের পরিসর কখনও বাড়ে আবার কখনও কমে।

কেন এই আয়োজন?

১৯৬০ সালের ২৫ নভেম্বর ল্যাটিন আমেরিকার ডমিনিক্যান রিপাবলিকের স্বৈরাচারী শাসক রাফায়েল ফ্রিজলোর বিরুদ্ধে ন্যায় সংগত বিদ্রোহ করায় প্যাট্রিয়া, মারিয়া তেরেসা ও মিনার্ভা মিরাকেল নামের তিন বোনকে হত্যা করা হয়। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ১৯৮১ সালে ল্যাটিন আমেরিকার নারীদের এক সম্মেলনে ২৫ নভেম্বরকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্মেলনে দিবসটিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ২৫ নভেম্বর “ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর দ্যা ইলিমিনেশন অব ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন” দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে পক্ষকালব্যাপী এই আয়োজনের উদ্যোক্তা উইমেন এইড ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক পিদা রিপলি। তিনি এই আয়োজনের নাম দেন “সিক্সটিন ডেজ অব অ্যাকটিভিশন এগেইনস্ট জেন্ডার ভায়োলেন্স।” পক্ষকালব্যাপী এই আয়োজনে স্থান করে নেয় “হোয়াইট রিবন ক্যাম্পেইন”। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কানাডিয়ান একজন পুরুষের উদ্যোগে এই ক্যাম্পেইন শুরুতে ছিল একটি বিরল দৃষ্টান্ত। নারীর ইঞ্জিনিয়ার হবার কোন অধিকার নেই, শুধুমাত্র এই ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে মনট্রিলে ১৪ জন ইঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্নে



বিভোর অল্প বয়সী কানাডিয়ান মেয়েকে হত্যা করে একজন পুরুষ। নিমর্ম এই ঘটনাকে স্মরণ করে ৬ই ডিসেম্বর প্রতিবাদ হিসেবে পালন করা হয় “হোয়াইট রিবন” নামে ‘না’ প্রতিবাদ ক্যাম্পেইন। ২০০০ সাল থেকে পক্ষকালব্যাপী নারী নির্যাতন প্রতিবাদ ১৬ দিন ধরে পালিত হচ্ছে। উপলব্ধির অগ্রগতি আজ সকলের বিবেকের তাড়না।

কেন শুধু নারী নির্যাতন?

ঘুরে ফিরে সেই একই তর্ক। কেন শুধু নারী নির্যাতন? পুরুষ কি নির্যাতিত নয়? অবশ্যই এই দেশ, এই সমাজ এবং বিশ্বে পুরুষও নির্যাতিত হন। সত্য, সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় একজন পুরুষকেও যুদ্ধ করে যেতে হয় আজীবন। একজন পিতার জন্য কন্যা সন্তানকে নিরাপত্তা দিতে না পারার কষ্ট ছোট করে দেখবার কোন উপায় নেই। কষ্ট, যুদ্ধ পরিবারে নারী পুরুষ সবার। তবে নির্যাতন কেন হবে একার? ‘আমরাই পারি’

প্রচারাভিযানের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৪৯ জন, স্বামীর হাতে খুন হয়েছেন ১৯০ জন। স্বামীর পরিবারের সদস্যদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন ২২ জন এবং খুন হয়েছেন ৪৯ জন। পুরুষ কর্তৃক নির্যাতনের এমন সহিংস রূপ কটি আছে?

বিবাহিত নারীদের উপর নির্যাতনের হার শতকরা ৮০ ভাগ। কিভাবে সম্ভব? নারীরা অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বী হচ্ছে। শিক্ষিত নারীর হার বাড়ছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদন (২০১১) অনুযায়ী বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার ৭৮ শতাংশ এবং পুরুষের শিক্ষার হার ৭৫ শতাংশ। দেশের সার্বিক উন্নয়নে কৌশলগত কারণেই প্রাধান্য পাচ্ছে নারীর মানবাধিকার। পোশাক শিল্পে সিংহভাগ অবদানে অগ্রগণ্য নারী। শতকরা ৮০ ভাগ নারী ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা। নারীর প্রতি বিভিন্ন ধরনের সহিংসতায় প্রতিকার হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছে নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং

স্বাবলম্বীতা। প্রতিবাদ হিসেবে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে নারী। বিয়েই এখন তার মূল লক্ষ্য নয়। সচেতনতার এই প্রক্রিয়ায় ধারক এবং বাহক হিসেবে আছেন অনেকেই। রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান। এককভাবে প্রত্যেকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই প্রত্যেকের ভেতরে সকলেই আছে। অন্তঃত থাকার কথা ছিল। নারী এবং পুরুষ উভয়ই। সমষ্টিগতভাবে সুসংগঠিত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসুন্দরের বিপরীতে, নিষ্ঠুরতা আর অমানবিকতার অবসানে। সহমরণের যুগ তো এটা নয়। অন্তঃপুরের সীমাবদ্ধ সীমানায় আটকে থাকার দিন- সে তো কবেই শেষ হয়েছে! বন্ধুর সেই পথে সহযোগী হিসেবে পুরুষও ছিল! তবে আজ কেন এমন? এটাই কি পরিবর্তন? বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এর সর্বশেষ রিপোর্ট (২০১৫) বলছে- বিবাহিত নারীদের ৮০ শতাংশ কোন না কোন ভাবে নির্যাতনের শিকার। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্বামীর দ্বারাই নির্যাতিত। যদিও নির্যাতনের হার গত ৪ বছরে বাড়েনি, বরং কমেছে শতকরা ৭ ভাগ। ২০১১ সালে জরিপে এই হার ছিল ৮৭ শতাংশ। জরিপে দরিদ্র নারীদের ক্ষেত্রে নির্যাতনের হার বেশী বলা হয়েছে। তবে কি গার্মেন্টস শ্রমে নারীর বৈপ্লবিক অগ্রগতি, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তায় নারীর স্বাবলম্বীতা, উপবৃত্তি সহ নানাবিধ কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগ কোনটাই দরিদ্র নারীকে মানুষ হিসেবে, নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকবার অধিকার দেয়নি? শিক্ষিত নারীদের ক্ষেত্রে নির্যাতনের প্রবণতা কম বলা হয়েছে। সত্যিই কি তাই? নাকি সত্যের এখানে হাত-পা বাঁধা? রুমানা তবে কিসের উদাহরণ? নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ঘটনাগুলো আমরা জানতে পারি। শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণির মেয়েগুলো তো আরও অসহায়। হয়তোবা আরও অনেক বেশী মানবেতর! কেমন আছে এই যুগে হৈমন্তীরা? প্রশ্ন করা মেয়েগুলো ভালো থাকতে পারে কি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৈমন্তীর মতো তারাও হঠাৎ করে হারিয়ে যায় নাতো? নির্যাতিত বিবাহিত নারীর সংখ্যা যদি হয় শতকরা ৮০ ভাগ। তবে মনুষ্যত্বহীন বিবাহিত পুরুষ মানুষের সংখ্যাও শতকরা ৮০ ভাগ। এই সংখ্যা কোনভাবেই মেনে নেওয়ার নয়। এরা কি মানুষ? নিশ্চয়ই না। কোন সন্দেহের

অবকাশ নেই। সন্দেহ না থাকলেও, সংশয় আছে। জনসংখ্যার আধিক্যে মানুষ বাড়ছে? নাকি অমানুষ? এই অমানুষের ভীড়ে প্রশ্নাতীতভাবে নারী-পুরুষ উভয়েই আছে। হয়তোবা সংখ্যায় কম বেশী।

কমবেশী সবাই আজকাল বিদ্যালয়ে যায়। অশিক্ষিত দরিদ্র বাবা মাও চায় তার কন্যা অন্তঃত হিসাব করতে শিখুক, পাঁচ ক্লাস (পঞ্চম শ্রেণি) পড়ুক। ২০০৫ সালের ইউনিসেফ এর হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে কন্যাশিশুর অংশগ্রহণ বেড়েছে শতকরা ৮৪ ভাগ। অংশগ্রহণের তুলনায় বাড়েনি ধারাবাহিকতা রক্ষার হার। গুরু হলেও শেষ আর হয় না। তার আগেই বন্ধ হয়ে যায় পড়াশোনা। কিংবা পদে পদে বাঁধা। কেউ তারপরও এগিয়ে যায়, কেউ যায় না, যেতে পারে না। বয়স বাড়লে বিয়ে হবে না, যৌতুক বেশী লাগবে, মানুষ মন্দ বলবে এইসব ভ্রান্ত ধারণা আজও নিম্নবিত্ত এমনকি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণিকেও আবদ্ধ রেখেছে একই বৃত্তে। এতকিছুর পর বাড়তি যোগ হয়েছে নিরাপত্তাহীনতা। ইভটিজিং, বখাটেদের উৎপাত তো আছেই। সেই সাথে যোগ হয়েছে এসিড সন্ত্রাস। এশিয়ান লিগ্যাল রিসার্চ সেন্টারের ২০০৫ এর তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে এক বছরে ১৬৫ জন নারীর মৃত্যুর ঘটনায় ৭৭ জন এসিড সন্ত্রাসে এবং ১১ জন আত্মহত্যায় বিদায় নিয়েছে। বাংলাদেশ হেলথ এন্ড ইনজুরি সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী বছরে প্রতিদিন প্রায় ৬ জন আত্মহত্যা করে

যাদের বয়স ১৬ থেকে ১৭। হিসেব অনুযায়ী এই ৬ জনের মাঝে ৪ জন নারী।

মেয়েদের আবার যোগ্যতা কিসের?

মেয়েরা ফার্স্টক্লাস পায় স্যারদের সাথে খাতির দিয়ে, চাকরী পায় নারীত্বের দুর্বলতা দেখিয়ে! আর উন্নতি? সে তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। চেহারাটাই যে তাদের একমাত্র সম্বল! “ইস, যদি মেয়ে হতাম! প্রমোশনটা কনফার্ম” পুরুষ সহকর্মীদের এহেন মন্তব্যে পিছিয়ে যায় অনেক নারী। অহেতুক নোংরা সমালোচনা ওদের মুষড়ে দেয়। কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি সহযোগিতার হাত। অফিস, ঘর সবকিছু সামলে ক্লান্ত নারীর দায়িত্বে সামান্য ভ্রান্তি তাকে মনে করিয়ে দেয় সে “ক্যারিয়ারিস্ট মেয়ে”। স্বামী, স্বশুড়বাড়ি সবার ঐ একই কথা- “এত ক্যারিয়ারিস্ট হলে হয়? চাকরি করছ, এটাই অনেক। প্রমোশনের দরকার নাই। তাছাড়া বাচ্চা হলে ঐটুকু সময়ও পাবে না।” অফিসেও নানা জনে নানা মত। “মেয়েদের এজন্যই দায়িত্বশীল পদে চাকরী দিতে নেই। ৩টা বাজতে না বাজতেই বাসায় যাওয়ার তাড়া। কাজ করবে কখন?”

সমষ্টিগত বোধের উচ্চারণ

কে না চায় ভালোবাসা? এক মুঠো স্বপ্নের মতোই এক পৃথিবী শান্তি কার না প্রত্যাশা? তবে কেন নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষকে একা বলতে হবে নারী নির্যাতন বন্ধের

কথা? নারী নির্যাতন বন্ধ হলে ভালো থাকবে সন্তান, ভালো থাকবে পরিবেশ, সমাজ এবং বিশ্ব। আর তাই সমষ্টিগত বোধের উচ্চারণ, ‘আমার কথাও শোনো।’ শুনতে হবে, বলতে হবে, বলাতে হবে। দেখতে হবে স্বপ্ন। হেঁচট খেতে হবে স্বপ্নের বাঁকে বাঁকে। ঘন ধরে যাবে বিশ্বাসের গোড়ায়। অবচেতনভাবেই মন হয়ে যাবে অনুভূতিহীন, ভোঁতা। আস্থার জনসমষ্টিতে ভাটা পড়বে। শ্রোতের টানে হারিয়ে যাবে অনেকেই। একসময় সমষ্টিশূণ্য হয়ে যাবে সারিবদ্ধ আস্থা এবং বিশ্বাস। হয়তো, হয়তোবা না! কে জানে? ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে কখনই কারও নিয়ন্ত্রণে থাকেনি, থাকেনা। পরিবর্তন আসবেই। দখল, পাঁটা দখলের ইতিহাস অনেক পুরনো। সামাজিক বিবর্তন এবং মানুষের বিকাশের ধারার ইতিহাস অনেক সফলতা এবং ব্যর্থতার সংমিশ্রণ। নতুনকে গ্রহণযোগ্য করতে এবং গ্রহণযোগ্যতা পেতে কষ্ট হয় বৈকি! কষ্ট পরিণত হোক প্রেরণায়, ঘৃণায় নয়। আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নতুন করে যেন আর কারও প্রাপ্য মর্যাদা ভুলুষ্ঠিত না হয়। ভুলে গেলে চলবেনা, প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সীমানার বাইরে একজন নারী যেমন অগ্রহণযোগ্য। ঠিক তেমনি ঘুনে ধরা পুরুষতান্ত্রিকতার বিপরীতে দাড়ানো পুরুষটিও ভীষণ একা!

লেখক:

পিএসটিসি-তে কর্মরত প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সংযোগ। তাকে shakila.m@pstc-bgd.org -এ প্রয়োজনে যোগাযোগ করা যেতে পারে।





হিয়ার 'শ্রেষ্ঠ বাবা প্রচারাভিযান'

বাল্যবিয়ের প্রচারণার অংশ হিসেবে, পিএসটিসি'র হ্যালো, আইএম (হিয়া) প্রকল্পটি চট্টগ্রামের আম বাগান, তরুণ সংঘ মাঠে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান 'শ্রেষ্ঠ বাবা প্রচারাভিযান (Best Father Campaign)' আয়োজন করে। এই ক্যাম্পেইনের অধীনে, হ্যালো, আইএম, মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব, অকাল গর্ভাধারণের ঝুঁকি এবং উপযুক্ত বয়সে বিয়ের সুবিধা সম্পর্কে শতাধিক বাবাকে সচেতন করেছে। এই বাবাদের নির্বাচন করা হয়েছে এমন মানদণ্ডের ভিত্তিতে যাদের

মেয়েরা বাল্য বিয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে।

এই প্রচারণায় অনেক রকমের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা উপ পুলিশ কমিশনার, বিজয় বসাক বিপিএম, পিপিএম এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিএসটিসি নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ। হিয়া প্রজেক্ট অফিসার, আবু খায়ের মিয়া পুরো অনুষ্ঠানটি সম্বলনা করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহান উদ্দিন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর

আবেদা আজাদ, হিয়া প্রকল্পের টিম লিডার, ডা.সুমিতা আহমেদ, রুটগার্সের প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাখালি কোলম্যান, এবং পিএসটিসি প্রোগ্রাম ম্যানেজার কানিজ গোফরানী কোরায়শী।

অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে তারা একটি র্যালীর আয়োজন করে। তরুণ সংঘ মাঠে শুরু হওয়া সমাবেশটি, চত্বরের ১৩নং ওয়ার্ডের কিছু প্রধান পয়েন্ট ঘুরে পুনরায় তরুণ সংঘ মাঠে এসেই শেষ হয়। সমাবেশ শেষে শতশত বাপ-দাদারা শপথ নেয় যে তারা





১৮ বছর বয়সের আগে তাদের মেয়েদের বিয়ে দেবে না।

আলোচনা অনুষ্ঠানটির সভাপতি পিএসটিসি নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, বাল্যবিয়ে সম্পূর্ণভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন, অল্প বয়সে বিয়ে মেয়েদের সুযোগ সীমাবদ্ধ করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা পুলিশের উপ কমিশনার বিজয় বসাক, বলেন যে, বাল্যবিয়ে নিরোধ

আইন ২০১৭' অনুযায়ী বাল্য বিয়েকে উৎসাহ প্রদানকারী পিতামাতা, কাজী, ও বাল্য বিয়ের সাথে জড়িত অন্যান্যদের শাস্তির বিধান রয়েছে। আলোচনার পর তারা কিশোরীদের মধ্যে লাল কার্ড বিতরণ করেন। এই লাল কার্ডটিতে জন্মের তারিখ এবং ১৮ বছর পূর্ণ হবার তারিখ চিহ্নিত রয়েছে। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে হিয়া পোস্টার, পেন্টকার্ড, ফ্যাক্ট শীট এবং মঞ্চনাটকের মাধ্যমে বাল্যবিয়ের অপকারিতা

তুলে ধরার চেষ্টা করে।

বাল্যবিয়ে আমাদের সমাজের জন্য একটি অভিশাপ। এর কারণে শিশুর উপর গুরুতর শারীরিক এবং মানসিক প্রভাব ফেলে। এই কারণে, পিএসটিসি, হিয়া প্রকল্প বাল্যবিয়ের অবসান ঘটানোর জন্য এই ধরনের প্রচারণা কার্যক্রমের আয়োজন করে।

- কামরুন্নাহার কণা



ডাচ রাষ্ট্রদূতের পিএসটিসি স্বাস্থ্য শিবির পরিদর্শন

গত ২ অক্টোবর, ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত হ্যারি ভারওয়েজসহ তার দুই সহকর্মী মিসেস ডিজির্নী ওফট, প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) ও নাদিম ফরহাদ রাজনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা কুটু পালং-এ পিএসটিসি-এর হেলথ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে রেপিএসটিসির সংযোগ প্রোজেক্ট বাংলাদেশে দ্রুততম ক্রমবর্ধমান রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটে জরুরী ভিত্তিতে তাদের সহায়তা করার জন্য কুটু পালং-এ

একটি এবং উখিয়াতে একটি হেলথ ক্যাম্প চালু করে। পিএসটিসি সংযোগ প্রোগ্রামের প্রধান ডা. মো: মাহবুবুল আলম ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ডা. লুৎফুন নাহার ডাচ প্রতিনিধিদেরকে এই ক্যাম্পের কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনা করেন। রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন রোগ, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, কাউন্সেলিং পদ্ধতি, ল্যাবরেটরি সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ক ক্লায়েন্টের বিভাগগুলিতে তারা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে। রোহিঙ্গা জনসংখ্যার

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি বজায় রাখতে সংযোগ প্রকল্প থেকে কিশোরী ও নারীদের মধ্যে বিতরণ করা হাইজিনকিট সম্পর্কে জেনে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন ও এ কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তারা চিকিৎসার জন্য ক্যাম্পে উপস্থিত কয়েকজন রোহিঙ্গাদের সাথেও কথা বলেন।

-সাবা তিনি



তথ্য অধিকারে টিওটি

তথ্য অধিকারের উপর তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) ইউএসএআইডি এবং দ্য কার্টার সেন্টারের সহযোগিতায় ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের TOT আয়োজন করে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় পর্যায়ে নারীর তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ব্যবহার, পরিধি এবং প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়। ৭-৯ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে ঢাকার

আগারগাঁও এর তথ্য কমিশন অফিসের সম্মেলন কক্ষে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়।

কার্টার সেন্টার এবং ইউএসএআইডি-র সমর্থনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশে তথ্য প্রাপ্তিতে নারীর অধিকার অগ্রগতি' প্রকল্পটির একটি অংশ হিসাবে এই কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের তথ্য কমিশনের মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার মোঃ মুর্তজা আহমেদ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন এবং প্রধান

অতিথি ছাড়াও এ কর্মসূচিতে সম্মানিত তথ্য কমিশনার শ্রী নেপাল চন্দ্র সরকার, এবং সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, মোঃ আবদুল বারেক, অতিরিক্তসচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ ও শাহীন আনাম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালকসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। নারীর তথ্য প্রাপ্তি অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করছে এমন ২৭টি এনজিওর মোট ২৯জন TOT অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

—মো. সাদেকুর রহমান





ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে পিএসটিসি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

১১ ই অক্টোবর ২০১৮ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) এর সিইও জনাব খান মোহাম্মদ বিলাল এবং পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের (পিএসটিসি) নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ স্ট্রেটেনিং আরবান রেজিলিয়েন্স' (সার্প) প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিএসসিসি এর কার্যালয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব, ডিএসসিসি, মো. সিরাজুল ইসলাম, সিটি প্ল্যানার, ডিএসসিসি, সিটি আইনজীবী ও ডিএসসিসি এর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠানে পিএসটিসি-র পক্ষ থেকে আরো উপস্থিত ছিলেন ডা. মাহবুবুল আলম, হেড অফ প্রোগ্রামস, পিএসটিসি ও শিরোপা কুলসুম, প্রজেক্ট ম্যানেজার, পিএসটিসি প্লান ইন্টারন্যাশনাল প্রতিনিধি, মানিক

কুমার সাহাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ডিএসসিসি এর কাউন্সিলর, ডিএসসিসি এর স্থানীয় জনগণ এবং ডিএসসিসি ইনস্টিটিউট সহ স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় বিশ্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উন্নয়ন বিকাশ ও সক্রিয়তার বিষয়ে কাজ করার অনুমোদন ও ঐক্যমত নিয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

-শিরোপা কুলসুম



বাল্য বিঘের উপর শিক্ষা অধিবেশন অনুষ্ঠিত

শেয়ার-নেট বাংলাদেশ বনানীর ক্যাপিটাল ইনোটেল হোটেলে ৪ নভেম্বর, ২০১৮ পারস্পরিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে বাল্য বিঘে বিষয়ে তৃতীয় শিক্ষা অধিবেশনের আয়োজন করে। পূর্ববর্তী দু'টি ইভেন্ট এর সাফল্যসরূপ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান 'বাল্য বিঘে' সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে কাজ করে এমন বেশ কয়েকটি অগ্রণী সংস্থার

প্রতিনিধিদের নিয়ে আসে। পিএসটিসি'র হ্যালো, আই এমএ (হিয়া) প্রকল্প শেয়ার নেট এর কার্যক্রমগুলোর সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত, যা বাংলাদেশে বাল্য বিঘে বন্ধের জন্য কাজ করছে।

অনুষ্ঠানটির লক্ষ্য নতুন করে অর্জিত জ্ঞানগুলো বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রভাবিত করবে এবং অনুশীলনকে উন্নত করার জন্য বাংলাদেশে বাল্য বিঘের

বিষয়গুলো নিয়ে ধারণা এবং নতুন কৌশল পরীক্ষা করবে। তৃতীয় শিক্ষা অধিবেশন শেষে, অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দল তিনটি 'পরিবর্তন প্যাকেজ' নিয়ে এসেছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ভিত্তিতে, তিন প্রস্তাবনার মধ্যে 'গোল টেবিল আলোচনা' সবচেয়ে কার্যকরী হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল।

- আনিকা হাবীব

তরুণ বন্ধুরা, জীবনে একটা বয়স আসে যেটিকে আমরা বলি টিনএজ বা বয়:সন্ধিকাল। মূলত: ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সকে বলা হয় টিন এজ। এসময় শরীরে বা মনে এমন কিছু পরিবর্তন আসে, যা কাউকে বলা যায় না। আবার সঠিক জানার অভাবের কারণে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। সেসব তরুণদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন। যেখানে তোমরা নি:সঙ্কোচে প্রশ্ন করতে পারবে, বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার উত্তর। তোমাদের মনো-দৈহিক বা মনো-সামাজিক প্রশ্নও এ আসরে করতে পারো নি:সংকোচে। আমরা তার সঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। তোমার প্রশ্ন পাঠাতে পারো ই-মেইলের মাধ্যমে নিচের যে কোনো ঠিকানায়:
youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

১. আমার ছেলের বয়স ২৫। সে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। যদি কোন উপায়ে জানাতে পারেন আমি কিভাবে বুঝবো আমার সন্তান বিষণ্ণ? আত্মহত্যার চেষ্টা করে যদি আমার সন্তান বর্ষ্য হয়, তাহলে তার মানসিক অবস্থা কেমন থাকতে পারে?

উত্তর: আপনার সন্তানের এহেন উদ্ভোগ নি:সন্দেহ উদ্বেগের বিষয়। আপনি বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন, সন্তানের নিকটজন এবং অভিভাবক হিসেবে। আমরা চেষ্টা করবো সব কিছু মিলিয়ে এ 'উত্তর দিতে' না বলে 'আলোচনা' করতে। আপনার প্রশ্ন ও পরিস্থিতি বিবেচনায় একটা বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট আপনার এবং আপনার সন্তানের মধ্যে একটা দূরত্ব ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। প্রথম পরামর্শ হলো – আপনাদের এ দূরত্বটা যে কোন উপায়েই হোক কমাতে হবে। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন কেন আপনার ছেলে আপনাকে 'আপন' ভাবে না? কেন এই দূরত্ব? আপনি কি অতিরিক্ত ব্যস্ত? আপনার সন্তানের জন্য আপনার সময় কতটুকু? আপনি কি সন্তানকে নিয়ে পারিবারিক আড্ডায় বসেন, একসাথে বেড়াতে যান বা খেলা বা সিনেমা দেখেন? সন্তানের পছন্দ, অপছন্দ, চাহিদা, মতামত ইত্যাদি মনোযোগ সহকারে শোনেন? সন্তান কি আপনার কাছে এ ধরনের আলোচনায় স্বস্তি বোধ করেন? অথবা আপনাকে 'সবকিছু খুলে বলা যায়'- এ ধারণা পোষণ করে কি?

আমরা ধরে নিচ্ছি উপরের করা প্রশ্নগুলোর অধিকাংশ উত্তরই 'না' হবে। যদি 'না' হয় তবে আপনাকে অনেক কাজ করতে হবে। এর প্রতিটা প্রশ্ন ধরে। প্রয়োজনে একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন। তাঁর দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

আপনার সন্তানের আত্মহত্যার চেষ্টার পেছনে নানবিধ কারণ থাকতে পারে। তবে মূল কারণ হলো 'হতাশা' এবং এ হতাশা থেকে তার জীবনের প্রতি একধরনের বিতৃষ্ণা জন্ম

নিয়েছে। যেটা তাকে নিজেকে মরে যাওয়ার ভাবনাকে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাকে 'হতাশা' থেকে বের হয়ে আসতে সহায়তা করুন। নিজে বন্ধু ও বিশ্বস্ত হতে চেষ্টা করুন। পরামর্শকের কাছে ছেলেকে নিয়ে যান। তার 'হতাশা' টা দূর করতে না পারলে সে এ ধরনের চেষ্টা আবারও করতে পারে। আর ছেলের 'বিষন্নতা' বুঝতে হলে তাকে বুঝতে চেষ্টা করুন। কাজেই আর সময় ক্ষেপন না করে এখনই তাকে নিয়ে মনোচিকিৎসক বা প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞের কাছে যান ও তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করুন। আর হ্যাঁ এ সময়ে আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। আপনার মতের বাইরে সন্তান কিছু বললেই রাগ করবেন না বা প্রতিক্রিয়াশীল হবেন না। অবশ্যই সময়ে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আপনাদের জন্য রইলো শুভকামনা।

২. আমি পড়াশোনা শেষ করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছি। আমার বাবা মা চায় আমি যেন পড়াশোনা করে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে কোন সরকারি চাকরি করি। কিন্তু অফিস করে পড়াশোনা করা আর হয়না সেভাবে। এদিকে বিসিএস এর জন্য না পড়ায় বাবা মা আমার বিয়ের জন্য ছেলে দেখা শুরু করেছে। ফলে আমি আমার কাজে মন দিতে পারছি না সবমিলিয়ে। আমার এ পরিস্থিতিতে কী করা উচিত?

উত্তর: কী করা উচিত- তা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। আমাদের বাবা-মা সন্তানদের উপর এমনই দাবী রাখেন বা ফলান তা' অনেকটা চিরন্তন। সন্তান কী বিষয়ে পড়বে, পড়াশোনা করার পর কী চাকরী করবে, চাকরীতে ঢুকে কাকে বিয়ে করবে, সন্তান কখন সন্তান নেবে- সব সম্পর্কেই তাদের আশা এবং ইচ্ছে অগাধ। যা সন্তানেরা অনেকটা 'অনুরোধে ঢেকি গেলার' মত করে গেলে এবং তুমি যদি বাবা-মার আঁকা পথ অনুসরণ করে চলো- তবে তুমি 'হীরের টুকরো' সন্তান অত্যন্ত ভালো সন্তান। এ বিষয়ে তোমার চেয়ে তোমার বাবা-মার পরামর্শ বেশী

প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এ মুহূর্তে তোমার দুটো দক্ষতা অর্জন করা জরুরী। এক. তোমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন; দুই. বাবা-মাকে তোমার সিদ্ধান্ত জানানোরই গুণু নয়, তাদেরকে convince করার যোগ্যতা অর্জন। এ যোগ্যতাসমূহ অর্জনের জন্য জীবন দক্ষতা শিক্ষা বা life skills Education নিতে হবে। নিজেকে প্রশ্ন করতে শেখো- তুমি কী চাও? তুমি যদি বেসরকারী চাকরীতে তুষ্ট থাকো তবে সরকারী চাকরী তোমার নয়। এক্ষেত্রে তোমার আগ্রহের সাথে তোমার career development এর সুযোগ, তোমার আয় কোথায় বেশী, তোমার কাজ করতে পারার সুযোগ, নেতৃত্ব দেবার সুযোগ ইত্যাদি বিচার্যে আনতে হবে। এ বিশ্লেষণে তোমার চাওয়া যদি বাবা-মার চাওয়ার সাথে মিলে যায় তো কথাই নেই।

না মিললে- একইভাবে বাবা-মা ঐ চাকরী কেন চান, তা' বুঝতে চেষ্টা করো। এমনও হতে পারে তুমি বাবা-মার চিন্তার সাথে চলে আসতে পারো। তা' যদি না হয়- তোমার আগ্রহ এবং prospect সম্পর্কে বাবা-মার সাথে খোলামেলা আলোচনা করে তাদেরকে convince করার চেষ্টা করো। একটা কথা মনে রাখবে- তোমার বাবা-মা অবশ্যই তোমার কোন খারাপ চাইবেন না। তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদেরকে বুঝালে তাঁরা তোমার পছন্দকেই মেনে নিতে পারেন। একই কথা তোমার বিয়ের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। তোমার সাথে তোমার বাবা-মার দূরত্বকমিয়ে আনার দায়িত্ব তোমারও আছে।

অনুমান করে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে, তোমার বয়স আইনগত ও মানসিকভাবে তোমার সিদ্ধান্ত তোমাকে নিতে সুযোগ করে দিয়েছে। তারপরও বাবা-মাকে তোমার সব ইচ্ছেতে সঙ্গী করলে ক্ষতি কি? দেখবে- সব ঠিক হয়ে যাবে, মনও ভালো থাকবে। কাজ ও জীবন দুটোই উপভোগ করতে পারবে।

প্রজন্ম

কথা

Voice of the generation

PROJANMO কথা

NOVEMBER 2018

Gender Based Violence: Facts and To Do

**Pronouncement of
Collective Feelings**



Meeting premises for Rent in Green Outskirts of Dhaka Gazipur Complex

POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER (PSTC)

Facilities

PSTC has five training rooms adequate for five groups of trainees. The rooms are air-conditioned, decorated and brightened up with interested posters and educational charts. Multi-media projector, video camera, still camera and multiple easel boards are available in the classrooms. There are dormitory facilities for accommodating 60 persons in Gazipur Complex. Transport facilities are also available for the trainees for field and site visits.

General information

Interested organizations are requested to contact PSTC.

We are always ready to serve our valued clients with all our expertise and resources.

Hall rent

- : Tk. 15,000/- (Table set up upto 100 persons and Auditorium set up upto 200 persons) per day
- : Tk. 8,000/- (upto 40-50 persons capacity) per day
- : Tk. 6,000/- (20-30 persons capacity) per day

Accommodation

- : Taka 1500/- per day Single Room (2 Bedded AC Room)
If one person takes, then per room Tk. 1,200 (Subject to Availability) per day
- : Taka 1200/- per day Double Room (4 Bedded Non AC Room)
If two/three persons take, then per bed Tk. 500)

Food Charge

- : Tk. 300/- - 400/- per day per meal

Multimedia

- : Tk. 1500/- per day



POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER-PSTC

Address: PSTC Complex, Masterbari, Nanduin, Kaulfia, Gazipur Sadar, Gazipur
Phone: 9853284, 9884402, 9857289, E-mail: pstc@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

Editor

Dr. Noor Mohammad

Publication Associate

Saba Tini

Photographer

Hossain Anwar

Contents

PAGE 2

**Gender Based Violence:
Facts and To Do**

PAGE 6

**Pronouncement of
Collective Feelings**

PAGE 10

HIA 'Best Father Campaign'

PAGE 12

**Dutch Ambassador
visits PSTC Health Camp**

PAGE 13

ToT on Right to Information

PAGE 14

**MoU signed between PSTC
and Dhaka South City Corporation**

PAGE 15

**Learning Session of on Child
Marriage**

PAGE 16

Youth Corner

* Cover and Feature images of this issue are used as symbolic

EDITORIAL

All over the world the cases of violence do not get published in due time that is known to all. Recently this unpleasant truth has been disclosed especially in October 2017 via #MeToo movement due to availability of free online media. This online movement created massive buzz all over the world including the USA, Asia and various parts of Europe in 2017. This campaign shook the bollywood media earlier this year which still continues. As a result, many influential personnel are getting unmasked and proving to be harassers. Many media stars have faced the trial process plus, a minister had to quit. It's a high probability that, many dark faces of Bangladeshi stars will be unleashed if someone adds fuel to the flames in #MeToo campaign.

More or less everybody goes to the school nowadays. Even the illiterate and poor parents want their daughters to know how to calculate at least or study till standard five. According to the statistics of 2005 by UNICEF, the rate of participation of the female children in primary education has increased by 84 percent. The rate of continuing hasn't increased compared to the rate of participation. Even though they do start, they can not finish. Their education is stopped before that. Or there is hindrance in every step. Some still go on, some do not or cannot. The misconceptions such as they will be too old for marriage, the more dowry would be charged, people will start talking and such still dominate the lower and middle class and bind them in a cycle. With all these, the issue of security is the newest addition. There are also the sexual harassment and disturbing incidents caused by the hooligans. The acid crime is another addition. According to the information of the Asia League Research Centre in 2005, among yearly female death of 165 in Bangladesh, 77 have been killed by throwing acid at them and 11 have committed suicide.

According to the survey report of Bangladesh Health and Injuries, 6 people between the ages of 16 to 17 commit suicide everyday. The count days, 4 among these 6 people are women.

It is a matter of hope that, women are moving forward by breaking all the visible and invisible barriers despite all the risks. Women are participating and gaining success along with the men in all the occupations. This practice of equal rights certainly shook the existing patriarchy system as a reaction, deputies of patriarchy system are getting even more violent against women. They are being more obstructive to halt the women development; becoming harsh and violence inventive.

but after all of this we have to live our life happily with all those brawling at the end. Wishing everybody a good life.

Editor

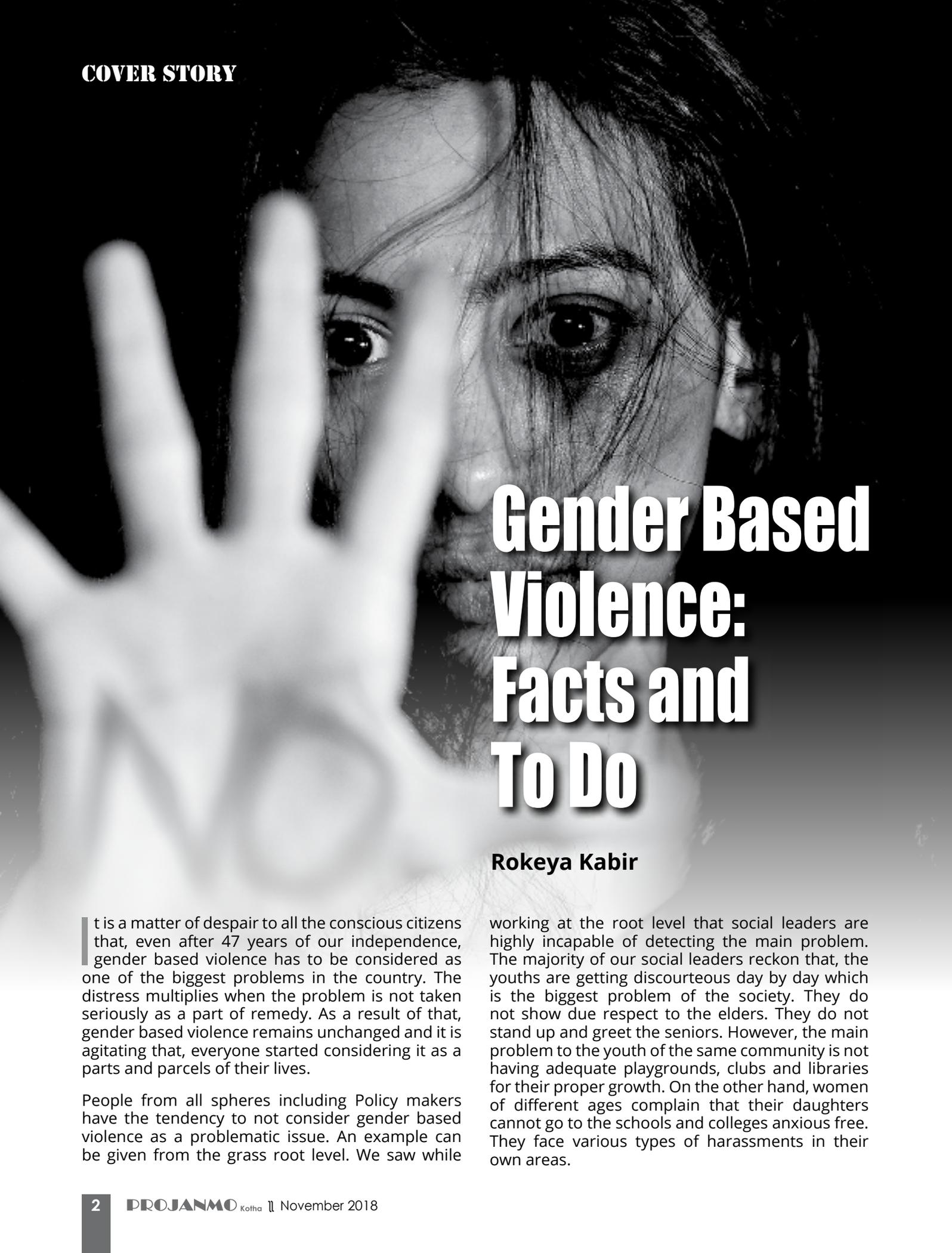
Projanmo Founding Editor: **Abdur Rouf**

Edited and published by Dr. Noor Mohammad, Executive Director Population Services and Training Center (PSTC).

House # 93/3, Level 4-6, Road # 8, Block-C, Niketon, Dhaka-1212.

Telephone: 02 9853386, 9853284, 9884402. E-mail: projanmo@pstc-bgd.org

This publication could be made possible with the assistance from The Embassy of the Kingdom of the Netherlands through its supported project SANGJOG



Gender Based Violence: Facts and To Do

Rokeya Kabir

It is a matter of despair to all the conscious citizens that, even after 47 years of our independence, gender based violence has to be considered as one of the biggest problems in the country. The distress multiplies when the problem is not taken seriously as a part of remedy. As a result of that, gender based violence remains unchanged and it is agitating that, everyone started considering it as a parts and parcels of their lives.

People from all spheres including Policy makers have the tendency to not consider gender based violence as a problematic issue. An example can be given from the grass root level. We saw while

working at the root level that social leaders are highly incapable of detecting the main problem. The majority of our social leaders reckon that, the youths are getting discourteous day by day which is the biggest problem of the society. They do not show due respect to the elders. They do not stand up and greet the seniors. However, the main problem to the youth of the same community is not having adequate playgrounds, clubs and libraries for their proper growth. On the other hand, women of different ages complain that their daughters cannot go to the schools and colleges anxious free. They face various types of harassments in their own areas.

It is known that the youth waste time in nearby street shops when they do not get enough opportunities to take part in constructive activities like sports, education and socio cultural initiatives. A part of them, harass the girls in different ways. But the social leaders are highly uneager to take initiatives regarding youth development or prevent harassment and violence against girls and women. When such violence occurs, social leaders often consider these crimes lightly and do not work on the prevention. However, one does not need to strive for respect if he works for the social welfare.

According to the survey of Bangladesh Bureau of Statistics 2014, 87% of married women were directly or indirectly tortured by their husbands at some points of their lives. In 2016, a survey team of BRAC documented 624 cases of violence against women after surveying 379 upazilas of 55 districts. Another survey conducted by Bangladesh Human Rights Organization explains that 5.17% of girl children get victim of sexual harassment before even reaching ten years of age.

Although the three research data stated above had three different focuses yet all of these are gender based violence. The first one indicates the domestic violence faced by married women by their closest one, their husbands. Second one points out the density of violence in the rural areas and the third one specifies the sexual harassment against girl child. All these three types of violences mentioned above are awful and unacceptable. Yet our social leaders remain silent on most of these issues.

There is no such day we do not get to read the news regarding violence against girls and women in the newspaper and the actual intensity amount of violence is even higher. That means, the actual

scenario of violence is even much worse than that are published. Legal actions are not being taken against most of the violence for various comprehensive reasons. Without being filed under a lawsuit, the occurrences do not get media coverage. On the other hand, victims do not get sufficient legal assistance even in the cases that are being filed. Most of the petitioners face falchion of socio-domestic violence. Besides, the leniency of trial process is always there. Often indemnity clauses favor the criminal proceedings. As a result, the cases get concealed let alone the justice. And the violence continues in its merry way.

All over the world, the cases of violence do not get published in due time. This unpleasant truth has been disclosed in October 2017 via #MeToo protest due to availability of free online media. This online movement created massive buzz all over the world including the USA, Asia and various parts of Europe in 2017. This following campaign shook the Bollywood media earlier this year which still continues. As a result, many influential personnel are getting unmasked and proving to be harassers. Many media stars have faced the trial process plus, a minister of India had to quit. It's a high probability that, many dark faces of Bangladeshi stars will be unleashed if someone adds fuel to the flames in #MeToo campaign.

Bangladeshi society is mainly patriarchal dominant. As a result, women are being objectified in most of the cases. A terrible example is, festivity violence committed against women before and after national election. Although the attack is meant to be on the minority groups, unfortunately the women of these minority groups get victimized because of the rage.

The subordinate role of women in the socio-



COVER STORY

political and economical arena establishes narrow outlook and oppressive attitude towards women. To hold on to the subordination, injunctions like religion, custom, practice, belief, rules and regulations work in big way. Freedom of women lies in breaking the barriers of these commandments. Women will have to remain the slaves of patriarchy customs if they cannot break the shackle. But unfortunately, whenever a woman tries to break out, the surrounding goes eccentric. Extreme suffering through oppression is must for her. Various visible and invisible obstacles come to the scene.

This obstacle is in every corner of the society even in the law makers who are supposed to break the barrier. Government's duty is to implement constitutional law of equal rights for men and women, ensure citizen security and protect them from violence. But unfortunately, law enforcer and miscellaneous governmental agencies show up as repressors on vulnerable women. They put restrictions on citizens' movement and participations especially the women.

It is a matter of hope that, women are moving forward by breaking all the visible and invisible barriers despite all the risks. Women are participating and gaining success along with the men in all the occupations. This practice of equal rights certainly shook the existing patriarchy system as a reaction, deputies of patriarchy system are getting even more violent against women. They are being more obstructive to halt the women development; becoming harsh and violence in different new ways.

Then again, it's not a wise decision to concede and act like a punching bag. Rather we have to prepare ourselves to shatter the patriarchy boast with double force. For that, tackling the obstacles directly by staying firm on the solemn vow is must. Besides, all the people regardless of men and women need to work together in order to eradicate the discrimination. Because, the gender based violence will be there as long as the discrimination exists.



We often talk about the spirit of liberation war. But, the majority of us are unaware of the fact that, the main spirit of our liberation war was equality. If we knew and worked accordingly in order to build an equal society, there would not be any intolerable level of discrimination existed in various parts of the society. We should keep in mind that, gender discrimination is more evident than other discriminations such as, rich-poor, urban-rural, Bengali-ethnic groups in our country. Women are suppressed in all parts of the society. Even the elite class so-called privileged women are disadvantageous and victims of discrimination. That is why women face gender

based violence and cruelty in every sector.

Therefore, raising voice against discrimination and work accordingly reflects to the fight for the spirit of our liberation war and toil hard for development of the country. It should start from the family level. If the democratic moral values and sense of equality knowledge are given in the childhood both at family and classroom, the possibilities for children of becoming harassers would decrease significantly in numbers. One day, these children would get established in office and industries, take responsibilities of protecting the law, overtake the position of being the head of their families. Hopefully by then, they will consider both male and female equally and stand against gender based violence strongly. The dream of social equality will not be elusive anymore.

For that to happen, we have to change the concept of development. We tend to give more importance to the objective developments such as constructing luxurious roads, bridges, buildings, making mobile phones available to all parts of the society rather than focusing on subjective developments of psychological improvement such as, eliminating the mental constraint, removal of patriarchal mindset

and extrication of superstition. As a consequence, even the Aristocrats torture women and girls every now and then; member of law enforcement department who uses smart phones harasses a girl walking on the street alone in the day or night; so called modern people get sick by drinking swamp water considering it as holy component due to some stupid superstitions.

Objective development is needed as well. However, necessary development planning targeted towards human brain should be taken in consideration first. Mental blindness and immobility is the main obstacle in national development. Therefore, no development will last long and sustain if this process cannot develop the psychological states of the citizens. Equal citizenship rights among men and women will not be ensured if the obstacle is not eradicated. Subsequently, 'Vision 2030' will be impossible to achieve.

The writer is:

A Freedom Fighter and Woman Leader. She is the Executive Director of Bangladesh Nari Pragati Sangha (BNPS). She could be reached at - bnpsed@gmail.com





Pronouncement of Collective Feelings

Shakila Matin Mridula

What a huge wave! Sometimes the tide is with us but at times what force of the adverse tide! Right this moment there is high tide and low tide the very next! The boatman with his paddle still! Unafraid, confident and determined. He must get to the shore come what may! Able boatman! Sometimes this boatman is the father, sometimes the mother. Sometimes the husband or sometimes the wife. Upon time's demand, the son, the daughter or the brother or sister puts his/her hands up to be the boatman holding the paddle of the boat of life. In the simplest words, nobody's influence is one bit bigger or smaller. This is 'Family,' life full of love and affection. The members of the peaceful families are the pieces scattered around the society. And then around the countries and the world. It is not

for some individual. So why want it alone? Why talk about peace all alone? There is nothing called an 'I' here. The entire thing is ours. That is why countless I's turn into one and becomes "We." This is exactly why we will listen to this 'I' together. The "I" that cries silently, quietly whispers the untold. The one who screams, 'Is there anyone who would listen to me? Listen to me as well!' "The International Fortnight for the Elimination of Violence against Women" is from 25th November to 10th December. Woman's rights is human rights. That's why International Day for the Elimination of Violence against Women joins with the 10th December's Human Rights Day. The main focus this time is Orange the World: #HearMeToo! The stretch of the focus increases and decreases based on boundaries, regions, necessities and contexts in

different countries.

Why this Arrangement?

On 25th November, 1960 three sisters by the name of Patria, Maria Teresa and Minerva Mirabal were killed for their righteous protest against the Latin American dictator ruler Rafael Trujillo of Dominican Republic. In protest against this injustice, 25th November was announced as the International Protest Day against Violence against Women, in a women's conference held in Latin America in 1981. This day was accredited in a Human Rights conference held in Vienna in 1993. 25th November was decided to be observed as "International Day for the Elimination of Violence against Women" in UN's general board meeting held on 17th December, 1999. The one who took the initiative of this 15 day long arrangement to stop the violence against women is Pida

Ripley, the founder-director of Women Aid International. She named the arrangement, "Sixteen Days of Activism Against Gender based Violence." "The White Ribbon Campaign" gains a spot in the 15 day long arrangement. Started by a Canadian man, this campaign was a rare example in the beginning, to prevent the violence against women. A man murdered 14 young women who were dreaming of becoming engineers in Montreal, based only upon the misconception that women have no right to become engineers. In memory of this heartless incident, 6th December is observed as "White Ribbon" in its protest. The 15 day-long protest against violence against women is being observed. This forward thinking has turned into everyone's conscience.

Why the Violence is only against Women?

The same debate comes back in turn. Why only the women are battered? Have the men ever been battered? The men also face violence in this country, this society and this world. A man also has to fight throughout his life to establish truth and beauty. There is no way to belittle a father's sorrows in his failure to protect his daughter. The sorrows and the fight belong to each member of the family. So why the violence would be against the one? According to the information of 'We Can' campaign, between January to September of 2012, 49 have been battered by their husbands and 190 have been murdered by their husbands. Another 22 have been battered by the in laws and 49 have been murdered by them. How many such examples of violence against men are there?

The percentage of violence against married women are 80 percent. How is it possible? The women





are becoming self-sufficient. The literacy rate among women are increasing. According to the Human Resources Development Report (2011), the literacy rate among women in Bangladesh is 78 percent and the literacy rate among men are 75 percent. Technically the women rights issue is in focus for to assure the overall development of the country. The women are at the very front regarding their participation in the tremendous success in the garments sector. 80 percent of the women are taking micro credits. In eliminating various kinds of violence against women, women's education, women empowerment and self-sufficiency are playing vital roles. In protest the women are becoming self-conscious now. Marriage is not the aim anymore. Many are playing their parts as the medium and the incubator. The country, the society, the individuals, the families and the institutions. Each and every one of their respective influence is undeniable. Everybody is part of this club. At least they should have been so. Both the men and women. Well bonded

collectively. To stop barbarity and inhumanity and to stand against injustice and ugliness. It is not the era of dying side by side. The days to be bounded by the narrow mind are over a long time ago. The men came with while on that difficult path! So why is it like this at present? Is it the change? The latest report (2015) by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) says - 80 percent of the married women are somehow victims of some kind of violence. Most of the times the husbands are the culprit. Although the violence rate has not increased in the four years rather it has dropped by 7 percent. The rate was 87 percent in the survey of 2011. The survey said that the percentage increased in case of poor women. So hasn't the revolutionary advancement of the women in the garments sector or the self-sufficiency of women with the help of micro credit schemes or various opportunities of work oriented education including the vocational ones been able to assure the poor women's right to live as citizens of the country? The violence rate against literate women has described to be less.

Is it for real? Or the truth is held hostage here? Then what does Rumana exemplify? We get to know of the incidents of the lower middle class. The literate and aristocrat women are even more helpless. Maybe in a lot worse situation! How are the Haimontis of this era doing? Can the girls in questions be better off? Do they suddenly vanish like Rabindranath Tagore's Haimonti? If the rate of the inflicting violence over married women is 80 percent, then the percentage of married man lacking humanity is also 80 percent. These numbers are unfathomable. Are they even human beings? Most certainly not. There is no doubt about that. Even though there is no doubt but there are questions. Is the number of human beings increasing with population growth or the number of inhuman creatures? Men and women are both part of this inhuman pool. Maybe one a bit more that the other.

More or less everybody goes to the schools nowadays. Even the illiterate and poor parents want their daughters to know how to calculate at least or study till standard five. According to the statistics of 2005 by UNICEF, the rate of participation of the female children in primary education has increased by 84 percent. The rate of continuing hasn't increased compared to the rate of participation. Even though they do start, they can not finish. Their education is stopped before that. Or there is hindrance in every step. Some still go on, some do not or cannot. The misconceptions such as they will be too old for marriage, the more dowry would be charged, people will start talking and such still dominate the lower and middle class and bind them in a cycle. With all

these, the issue of security is the newest addition. There are also the sexual harassment and disturbing incidents caused by the hooligans. The acid crime is another addition. According to the information of the Asian Legal Research Centre in 2005, among yearly female death of 165 in the country, 77 have been killed by throwing acid at them and 11 have committed suicide. According to the survey report of Bangladesh Health and Injuries, 6 people between the ages of 16 to 17 commit suicide every day. The count say, 4 among these 6 people are women.

Whatever is Women's Qualification?

The women achieve first class graduations by having relationships with the male teachers and they get jobs gaining sympathies for being a woman! And promotions? There's nothing to say about that. Their appearance is their only saving grace! "Alas! If I were a girl! The promotion was confirmed" such remarks from the male employees put the females in their back foot. The baseless nasty remarks shatter them. The number of supportive hands hasn't increased although the number of working women

has. When a woman makes the tiniest mistake, fatigued from tackling both the office and the household, she is reminded that she is a "career oriented girl." The husband and the in laws have the same say - "Why be so very career oriented? You have a job and that is a big deal. There's no need for a promotion. Then again after you have a baby you won't even have this time." People at the office have various things to say - "That is why the women are not to be given a responsible position. They are eager to return home as soon as it is 3 pm. When will they do stuff?"

Pronouncement of Collective Feelings

Who doesn't want love? Who doesn't wish for all the peace of the world in his or her fist? Then why do the people protesting against the violence against women have to stand alone to demand its elimination? If the violence against women is stopped, the children, the environment, the society and the world will be better off. That is why this pronouncement of collective feelings, "Listen to me as well." We must listen, we must tell and make others talk. We have to dream. We may stumble at each corner to reach the

dream. Our belief will be shaken. Subconsciously we will lose our feelings or they will be blunt. The collective faith and belief will die down. Many will get lost in the current of the waves. One day the queued up faiths and beliefs will lose their followers. Maybe or maybe not! Who knows? The power never stays indisputably in the same hands, it never had. The change will come. The history of defeating another to gain power is an age old process. The history of societal revolution and flourishing of human nature is mixed with successes and failures. Creating acceptability for change and gaining acceptance are very hard indeed! May the hardship turn into motivation and not hate. May no more deserved reputation gets tarnished in their battle to establish their self-respect. We should not forget how the women are unaccepted when they tread beyond the limitations set by the patriarchy and how ever so similarly the men are alone when they try to counter the outdated patriarchal norms!

The writer is:

A Programm Manager of SANJOG, PSTC; She could be reached at: shakila.m@pstc-bgd.org





HIA 'Best Father Campaign'

As a part of Child marriage campaign from Hello, I Am (HIA) project of PSTC organized an awareness raising event which is named as 'Best Father Campaign' at Ambagan, Torun Songha Math, Chattogram. Under the campaign, HIA sensitized more than hundred fathers about the importance of girls' education, the risk of teenage pregnancy and the benefits of waiting to get married. These fathers are selected based on a criteria that who have a daughter of younger age and they are at risk of child

marriage. This campaign followed a series of activities. Dr. Noor Mohammad, Executive Director of PSTC was the chair of the program, Deputy Police Commissioner, Bijoy Basak BPM, PPM was the Chief Guest. Project Officer of Hello, I Am project Abukhaer Miah facilitated the whole event. Youth Development Officer Mohammad Jahan Uddin, Ward Counselor Abeda Azad, Team Leader of Hello, I Am project Dr. Sushmita Ahmed, Program Manager of Rutgers Nathalie Kollmann, Program Manager of PSTC Kaniz Gofrani

Quraishy were also present in the campaigning program.

In the first part of the event they had a rally. The rally, which started at Torun Songha Math, covered some main points of ward no 13, Chattogram. After the rally, more than hundreds of father stood an oath that they will not force or arrange marriage for their daughters before they reached 18.

In the discussion part, the Chair of the program Executive Director Dr. Noor Mohammad





explained that 'Child Marriage is a violation of human right, being married so young does limit their opportunities'. Bijoy Basak, Deputy Police Commissioner said that 'Child Marriage is a criminal offense. Under the Prohibition of Child Marriage Act, 2017, the parents, priests, community elders and others who encouraged the illegal marriage are liable for

punishment'. After the discussion part, they distributed red cards among the adolescents. In this red card, the date of birth and date when they will reach 18 were marked. Through the campaign HIA tries to reach the community through the distribution of posters, placards, factsheets as well as drama show on child marriage.

Child marriage is a curse for our society. This practice has many serious physiological and psychological consequences on the child. This is why, PSTC HIA project organized this type of campaign program to end child marriage.

- Kamrunnahar Kona



Dutch Ambassador visits PSTC Health Camp

On 2 October 2018, HE the Ambassador of EKN, Mr. Harry Verweij along with his two colleagues Ms. Desirée Ooft, First Secretary, Political Affairs and Political Affairs Advisor Mr. Nadim Forhad has visited the Health Camp of PSTC at Kutupalong. In December 2017 SANGJOG, PSTC has launched one health camp at Kutupalong, Ukhia, to respond to the fastest growing Rohingya refugee crisis

in Bangladesh. Head of Programs of PSTC Dr. Mahbubul Alam and Program Manager, SANGJOG, Dr. Lutfun Nahar detailed the activities of this camp to the Dutch Delegates. They had a brief discussion on categories of clients with their different diseases, choices of family planning methods, counselling approach, Laboratory facility, etc. They were very pleased to know about the 'Hygiene kit'

which is being distributed from SANGJOG project among the female Rohingya population of reproductive age to maintain their personal hygiene. They also had conversation with few of the Rohingya people who were waiting in the camp for receiving treatment.

- Saba Tini



তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক NEWS

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

স্থান : তথ্য কমিশনের সম্মেলন

তারিখ : ৭-৯ অক্টোবর, ২

সময় : তথ্য কমিশন, বা

ToT on Right to Information

Information Commission, Bangladesh organized and conducted a 3 day long Training of Trainers (ToT) on Right to Information in collaboration with ManusherJonno Foundation (MJF) with the support from USAID and The Carter Center. The ToT focused on Right to Information Act, 2009 and its use, periphery and implementation for ensuring women's right of access to information at local level. The training was held on 07-09 October, 2018 at Conference room of Information Commission

office, Agargaon, Dhaka. The program was organized as a part of the project, 'Advancing women's rights of access to information in Bangladesh' with the support of The Carter Center and USAID.

Mr. Mortuza Ahamed, honorable Chief Information Commissioner of Bangladesh inaugurated the training of trainers (TOT) program and was present as Chief Guest, honorable Information Commissioner

Mr. Nepal Chandra Sarker, and Ms. Suraiya Begum, ndc, Mr. Md. Abdul Bareq, Additional Secretary, Cabinet Division and Ms. Shaheen Anam, Executive Director of Manusher Jonno Foundation (MJF) were also present in the inaugural session.

A total of 29 participants from 27 different NGOs were present in the TOT who has been working at local level for ensuring women's right of access to information.

- Md. Shadequr Rahman





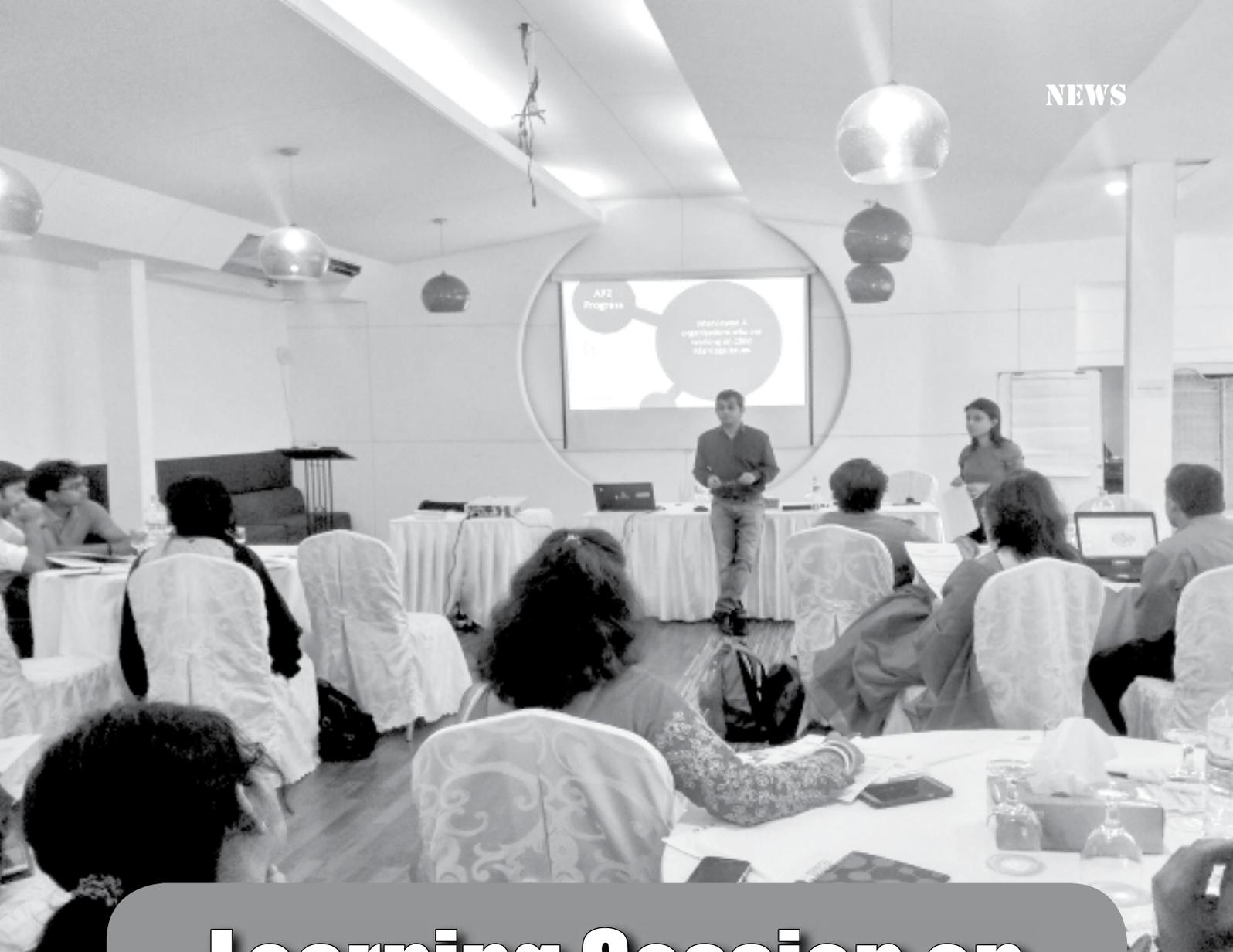
MoU signed between PSTC and Dhaka South City Corporation

On 11th October 2018, at 12.00 noon a MoU signing ceremony was held between PSTC and Dhaka South City Corporation (DSCC) The Executive Director of Population Services and Training Center (PSTC) Dr. Noor Mohammad on behalf of Strengthening Urban Resilience Project and Khan Mohammad Bilal, Chief Executive Officer,

Additional Secretary, DSCC signed The MoU on behalf of respective organizations MoU was signed in presence of Md. Sirajul Islam City Planner, DSCC, City lawyer and other officers of DSCC. Dr. Mahbubul Alam, Head of Programs, PSTC, Project Manager, PSTC, Shiropa Kulsum and Mr. Manik Kumar Saha, Project Manager, Plan International Bangladesh were

also present. The objective of the MoU was regarding develop and activate of World Disaster Management Committee with the help of the counselor of DSCC as well as local peoples of DSCC, and Volunteers of DSCC including the institute of DSCC.

- Shiropa Kulsum



Learning Session on Child Marriage

Share-Net Bangladesh hosted the third learning session on the issue of Child Marriage as part of its Collaborative Approach on 04 November, 2018 at the capital's Innotel Hotel in Banani. The day-long event is the successor of two previous sessions which brought in representatives from several pioneer organizations working on Child Marriage issues. PSTC

is actively involved with Share Net activities by Hello, I Am (HIA) project which is working for ending child marriage in Bangladesh.

The aim of the learning sessions are to generate ideas and experiment new strategies on child marriage issues in Bangladesh for moving newly acquired knowledge towards

policy influencing and improving practice. By the end of the third learning session, three groups of participants came up with three different 'change packages'. Upon thorough discussion, the most effective one that is the 'Round Table discussion' out of the three was selected for implementation.

- Anika Habib

Dear young friends, there is a time in life everyone has to pass through which is also known as 'teenage'. This teenage is basically from 13-19 years of age. Sometimes it is called adolescent period which is very sensitive. During this period, some physical as well as emotional changes occur which are at times embarrassing. We have introduced this page for those young friends. Do not hesitate to ask monotheistic or psycho-social questions as well as questions related to sex, sexuality and sexual organs in this page. We will try to give you an appropriate answer. You may send your queries to the below address and we have a pool of experts to answer.

youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

1. *My son's age is 25 years old. He once tried to suicide. If you can tell a way, how do I know that my child is depressed? If my child fails to attempt suicide, then what type of mental state he is having?*

Answer: Your child's initiative is undoubtedly a matter of concern. You have asked a number of questions as a parent and guardian. We will try to 'discuss' everything in order to.

One thing in terms of your question and situation is clear that you have already built a gap between you and your child. The first suggestion is that this gap should be reduced by any means. You ask yourself why your son does not think that you are the "closest" one for him. Why this distance? Are you busy, too busy? Where is your time for your child? Do you sit in a family chat with the children? Go outside together? Go out or watch movies or sports together? Listen

carefully to your child's likings, dislikings, needs, opinions, etc. Does the child feel comfortable talking about these with you? Or does he think that you are that kind of parent whom 'everything can be said openly'? We assume that most of the answers to the above questions will be 'no'. If you do not, then you have to do a lot of work. With every question of this. If needed, consult an expert psychologist or a trained counseling expert. Then work according to the advice given by him/her.

There may be several reasons behind your child's suicide attempt. But the main reason is 'depression'. And this depression

led to a disgust to his life, which motivated him to do suicide. Help him getting out of 'depression'. Try to be friend and trustworthy to your child. Take your son to a consultant. If he cannot get over of his 'depression' he can try it again. To understand the "sadness" of your son, try to understand him. His behavior would say that he is 'sad' or 'cheerful'. So do not miss the time now, go with him to a psychiatrist or trained expert and work according to his/her advice. And yes, at this time you need to keep your patience. Do not be angry or reactionary when he says something opposite to your opinion. In course of time, everything will be alright. Best wishes for you

2. *After completion my study now I am working in private organization. The expectation of my parents is that, I will appear in BCS exam and will join a government job. But it is not possible to study properly besides continuing the job. According to my parents that as I am not preparing for BCS properly that's why they have stated to find out groom for me. Considering all these now I am unable to do my job properly. What should I do now?*

Answer: You have to decide what to do. Our parents Expect to us like this, it's a concrete truth. In which subject children will study, after completing study what types of job she will join, to whom they will marry, when they will take baby, parents expectations are huge regarding all these. Although children's do so but like acknowledging the request to

perform a difficult task. If you follow your parents, you are a very good child. I think your parents' advice is more important than this. Now it's essential to acquire two skills.

1. To improve your ability to make decisions 2. Not only to inform your decisions to your parents but also to gain the ability to convince them. To acquire this ability we have to learn life skills experiences. Learn to ask yourself- what you want? If you are happy with your private job then government job is not for you. Along with your desire you have to consider - opportunity of your career development, better income, scope of work and opportunity for leadership. After considering all this if your desire and your parents' expectation become similar nothing is better than this. If your desire and your parents' expectation do not match then try to understand why they want you to do such jobs. You may agree with your parents but if not then try to make them realize about your desire, prospect and discuss with them openly and try to convince them. One thing you should keep in your mind that your parents anything bad for you. If you can respect their decisions and may convince then then they may agree with your decisions. Same is applicable for your marriage. To reduce the distance between you and your parents you also have some liability. It is not tuff to assume that your legal age and mentality helps you to reach such decision besides that what's the problem if you take your parents along with your desire? Soon everything will be fine and your mind will also be happy. You have to enjoy both your work and life.